খেয়া

স্থাপিত ঃ ১৯৯২

বালিগঞ্জ জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশন অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশন

রেজি নং *S/73377 under WB Act XXVI of 1961*

২৫, ফার্ন রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১৯

e-mail : jbi.alumni.1914@gmail.com
Website : www.jagadbandhualumni.com
Facebook : www.facebook.com/jbialumni
Blog : http://jagadbandhualumni.com/wordpress/

সভাপতি সুধীরঞ্জন সেনগুপ্ত '৬৬
সাধারণ সম্পাদক সৌভিক কুমার ঘোষ '৯০
পত্রিকা সম্পাদক সুকমল ঘোষ '৬৯

RNI No.WBBEN/2010/32438•Regd.No.:KOL RMS/426/2017-2019

• Vol 06 • Issue 5 • 15 May 2018 • Price Rs. 2.00 •

সম্পাদকীয়

রবীন্দ্রপক্ষ চলছে। বহুদিন আগে এক কবি আমার অটোগ্রাফের খাতায় লিখেছিলেন 'রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে আমাদের সকলের জন্মদিন।'

এতদিন বাদে উক্তিটির মধ্যে কোনো অতিশয়োক্তি আছে বলে আমার মনে হয় না।

সত্যি রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন আমাদের সাংস্কৃতিক পুনর্জন্মের দিন।

আমাদের প্রতিদিনের বিষাদ ও আনন্দ এবং সাংস্কৃতিকবোধের সঙ্গে তিনি এমনভাবে জড়িয়ে গেছেন। যেন মনে হয় তিনি একটি বিশাল বটবৃক্ষ, যার শিকড় আমাদের হৃদয়রূপী মৃত্তিকার মধ্যে অনেক দূরে ছড়িয়ে গেছে। বৈশাখে বিদ্রোহী কবি, প্রেমের কবি কাজী নজরুলের জন্মদিন। তাঁকেও প্রণাম জানাই।

পুরাতন বিদায় না হলে নতুনের আবির্ভাব ঘটে না। কবির কথায় ;

'আয়রে নবীন আয়রে আমার কাঁচা
আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।'

প্রথম শ্রেণির সৃজনশীল মানুষের লক্ষণই হল, তিনি নতুনকে সব সময় বরণ করেন। অ্যাসোসিয়েশন, ২৯ এপ্রিল নববর্ষ উৎসবের আয়োজন করেছিল। এদিন ছাত্রদের 'জ্যোতিভূষণ চাকী ছাত্রবন্ধু প্রকল্প'এ পুরস্কার প্রদান করা হয়।

প্রাক্তনীরা গানে, কবিতায়, আলাপচারিতার মধ্য দিয়ে নববর্ষ উৎসবে অংশ নেন। অ্যাসোসিয়েশনের ঘোষিত কর্মসূচীর মধ্যে বিদ্যালয়ের সামনের ও পিছন দিকের সৌন্দর্যায়নের প্রস্তুতি চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

এরপর হবে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের কৃতী ছাত্রদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। আগামী বছরটি সকল প্রাক্তনীর সুস্বাস্থ্য ও পরিপূর্ণ আনন্দ নিয়ে কাটুক এই কামনা

স্কুলপ্রাঙ্গণে নববর্ষের অনুষ্ঠান

নববর্ষ উদ্‌যাপন হয়ে গেল ২৯এপ্রিল ২০১৮ রবিবারের সকালে জগদ্বন্ধু বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। নববর্ষে ছিল নবপ্রাণের মেলা, স্কুলের ছোটোদের ভিড়ে হারিয়ে যাওয়া কিছু প্রৌঢ় প্রাক্তন ছাত্র আর সেই ছোটোদের অভিভাবকরা - এই নিয়ে মূলত নববর্ষের আসর বসল।

অনুষ্টুপের মুখ্য দুই শিল্পী সুলগ্না এবং অদিতির গলায় মাইক্রোফোনে 'আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে' অনুষ্ঠানের সূচনা ঘোষণা করল। অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সুধীরঞ্জন সেনগুপ্ত '৬৬ তাঁর ভাষণের ভূমিকায় এ অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের আর্থিকভাবে পিছিয়ে-পড়া পরিবারের ছাত্রদের জন্য আর্থিক সাহায্যদানের অঙ্গীকার করলেন। আর তার পরপরই অনুষ্টুপের রাশি রাশি শিশুর রঙিন পোশাকে নৃত্য পরিবেশনায় নববর্ষ-অনুষ্ঠানে উপস্থিত বয়স্কদের মনও রাঙিয়ে উঠল, আমাদের স্কুলের শিশুরা তো অভিভূত।

এ বছর নববর্ষের এ অনুষ্ঠানে আর্থিকভাবে পিছিয়ে-পড়া পরিবারের ৩৬ জন ছাত্রের বাৎসরিক ৬০০০ টাকা করে খরচের দায়িত্ব নিল অ্যালমনি। তাদের হাতে ব্যাগ, পেন্সিল বাক্স, বই-এর সম্ভার একে একে তুলে দিলেন ড. দিলীপ কুমার সিংহ '৫৩, শ্রী প্রবীর কুমার সেন '৫৮, শ্রী অরূপ কুমার বসাক '৬৩, শ্রী দেবনারায়ণ গোস্বামী '৮১ প্রমুখ বিশিষ্ট প্রাক্তনীরা। অনুষ্ঠানে স্বরচিত সরস গল্প 'পটলা বনাম অমিয়ভূষণ পাঠ করে শোনালেন '৮৫-র সন্দীপ চট্টোপাধ্যায়। বক্তব্য পেশ করেন অ্যালমনির সম্পাদক '৯০-এর শৌভিক ঘোষ। পরিশেষে, সুভাষ বোস '৪৯ অনুষ্ঠানে শেষ বক্তব্য নিবেদন করেন।

চা-বিস্কুট সহযোগেই মূলত অনুষ্ঠানটি সকলে উপভোগ করেন। তবে বাচ্চাদের জন্য ছিল মিও আমরের ঢাউস প্যাকেট। ইন্দ্রনীল সরকার '৯২ অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় এ দিনও তার অভিনবত্বের ছোঁয়া উপহার দিলেন।

এ অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক ছিলেন কৌশিক চট্টোপাধ্যায়, ২০০০। তবে অনুষ্ঠান পরিচালনায় ব্যক্তিগত দক্ষতার চেয়ে দলগত প্রয়াসের দিকে তার মন ছিল, তাতে তিনি সফল। দলবদ্ধ উন্মাদনা ও কর্মপ্রয়াসে আবারও একটি সফল অনুষ্ঠান অ্যাসোসিয়েশন সম্পাদক শৌভিক ঘোষের নেতৃত্বে ১৭-১৯-এর অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশন কর্মসমিতির মুকুটে আরেকটি পালক সংযোজন করল।

বাঘেদেরও ইতিহাস আছে

প্রণবেশ সান্যাল ১৯৫৮

ভারতের বনের রাজা বলতে আমরা সিংহকেই জানতাম। অর্থাৎ আমাদের গল্প কথায় সিংহকেই রাজার আসনে বসানো হয়েছে। সারা ভারতেই সিংহের জীবাশ্ম পাওয়া যায়, এমনকি বাঁকুড়ার শুশুনিয়া পাহাড়ের গুহাতেও সিংহের জীবাশ্ম এটাই প্রমাণ করে যে সারা ভারতে তাদের অবস্থান ছিল। ৩০০০ বছর আগে দেশের উত্তর পূর্ব দিক থেকে ঘটেছিল বাঘের আগমন। বাঘের ওজন এবং শক্তি সিংহকে বেশির ভাগ বন থেকে বিতাড়িত করল একেবারে পশ্চিমের সুখ্না বনের গভীর অভয়ারণ্যে। তাই এখন বাঘকেই জাতীয় প্রাণী হিসেবে মানা হয়। অবশ্য কয়েক দশক আগে সিংহকেই জাতীয় প্রাণী হিসেবে মানা হত।

আমরা অবশ্য আদি বাঘ বা ইয়োসিন্ আমলের দেঁতো বাঘ বা সেবার্ টুথেড্‌টাইগার (Paramaquerhodus sp) এর জীবাশ্ম উত্তর ভারতের শিবলিক পাহাড়ে মায়ো-প্লায়োসিন কালের বালি পাথরে পেয়ে থাকি।

প্রকৃত বাঘ অর্থাৎ প্যান্থেরা জিনাসের বাঘের ৯টি প্রজাতির খবর পাওয়া যায়। তার মধ্যে ৪টি প্রজাতি বিলুপ্ত হয়েছে। একটি প্রজাতি, চীনে বাঘ এখন প্রাকৃতিক বনের মধ্যে পাওয়া যায় না।

বিলুপ্ত প্রজাতির বাঘেদের বিবরণঃ

১) ট্রাইনিল বাঘ (Panthera tigris trinilensis) জাভা, ইন্দোনেশিয়ার বনে ১২ লক্ষ বছর আগে এরা ঘুরে বেড়াত। এদের জীবাশ্ম থেকে আন্দাজ করা যায় ৫০ হাজার বছর আগে এরা বিলুপ্ত হয়ে যায়। এদের উপ প্রজাতি Wanhsien tiger (Panthera tigris acutidens) এশিয়া মহাদেশে প্লায়োসিন্-প্লাইস্টোসিন আমলে বিচরণ করত। এরা সাইবেরিয় বাঘের চেয়েও বড় ছিল, ওজন ২০০ কেজি থেকে ৩৫০ কেজি পর্যন্ত হত। পরে এরা সংখ্যায় প্রতিযোগিতার বর্তমান চীনে বাঘের (Panthera tigris amoyensis) সাথে পেরে ওঠেনি। ইন্দোনেশিয়া থেকে এভাবেই বিলুপ্ত হয় ঐ বড় সড় বাঘটি।

এশিয়া মহাদেশে আর এক উপজাতি ছিল ঐ সময়, তার নাম নগান্ডং বাঘ Ngandong tiger (Panthera tigris soloensis) যার মাত্র ৭টি জীবাশ্ম এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে। এরা প্লাইস্টোসিন্ আমলে ইন্দোনেশিয়ার সুণ্ডাল্যাণ্ড এলাকায় বিচরণ করত। নগণ্ডং নামের গ্রামেই জীবাশ্মগুলো পাওয়া গিয়েছে এবং সেইভাবে নামকরণ হয়েছে। এই বাঘ ছিল আড়াই থেকে সাড়ে তিন মিটার লম্বা। যদিও সেই বাঘ বহু আগেই বিলুপ্ত হয়েছে, কিন্তু তার সাথী জাভার বেঁটে গণ্ডার জাভার জঙ্গলে এখনো ঘুরে বেড়ায়, ১০০ বছর আগে সুন্দরবনেও ঘুরে বেড়াত।

২) বালি বাঘ ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত বালি দ্বীপে বিচরণ করত। বেশি শিকারের ফলে এরা বিলুপ্ত হয়। এরা সব প্রজাতির বাঘের মধ্যে সবচেয়ে ছোটো মাপের হতো। পূর্ণবয়স্ক বাঘের ওজন ৯০ থেকে ১০০ কেজির বেশী হতো না। পূর্ণবয়স্ক বাঘিনীর ওজন ৬৫ থেকে ৮০ কেজি ছিল।

৩) কাস্পিয়ান বাঘকে ১৯৭০ সালে এশিয়া মাইনোরে শেষ দেখা গিয়েছিল। এদের যেমন বৃষ্টিভেজা বনে বিচরণ করতে দেখা যেত তেমনি ইরান, ইরাক, আফগানিস্থানের মতো শুকনো বনেও কাস্পিয়ান বাঘকে (Panthra tigris virgata) থাকতে হত। পূর্ণবয়স্ক বাঘের ওজন ২৭২ কেজির মতো এবং লম্বায় ২ থেকে আড়াই মিটার এর মত হত।

৪) জাভা-বাঘ বা Javan tiger (Panthera tigris sondaica)-কে শুধুমাত্র জাভা দ্বীপেই বিচরণ করতে দেখা যেত। পূর্ণ বয়স্ক বাঘের ওজন ১৪১ কেজি এবং পূর্ণবয়স্ক বাঘিনীর ওজন ১১৫ কেজির মত হত। যদিও ১৯৮০ সালের পর এদের আর দেখা পাওয়া যায় না তবে ৯০ এর দশকেও একবার একটার সন্দেহজনক দর্শন পাওয়ার কথা শোনা যায়।

বর্তমান বিশ্বে এখন নিম্নবর্ণিত বাঘের প্রজাতিদের বনে জঙ্গলে বা চিড়িয়াখানাগুলোতে দেখা যায়।

৫) বাংলার বাঘ বা রয়াল বেঙ্গল টাইগার বা Bengal Tiger (Panthera tigris tigris) কে নানা রকম বনে ভারতীয় উপমহাদেশে বিচরণ করতে দেখা যায়। দক্ষিণ পশ্চিম চীনেও আশির দশকে আগে এদের দেখা পাওয়া যেত। এরা মৌসুমী অঞ্চলে ভেজা থেকে শুকনো বনে এমনকি ১০,০০০ ফুট উচ্চতায় পর্যন্ত বিচরণ করে। পূর্ণবয়স্ক বাংলার বাঘের ওজন ১৮০ কেজি আর বাঘিনীর ওজন হয় ১৪০ কেজি। অবশ্য সুন্দরবনের বাঘের ওজন ১১০ থেকে ১২০ কেজির বেশী হয় না। লম্বায় এরা ৯ ফুট বা প্রায় ৩ মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। সারা বিশ্বে বর্তমানে ৩০০০ এর মতো বাংলার বাঘ রয়েছে। তারমধ্যে ২২২৬টি বাঘকে ২০১৫ সালে ভারতের জঙ্গলে ক্যামেরা বদ্ধ করা গিয়েছে।

৬) আমুর বাঘ (Panthera tigris Altaica) সাইবেরিয়াতে, মানচুরিয়ার বনে, উত্তর চীনের বনে মনে ঘুরে বেড়ায়। এদের চেহারা অন্য সব বাঘের চাইতে বড় হয়। ১০ ফুট থেকে শুরু করে সোয়া তিন মিটার পর্যন্ত লম্বা ওজন ২০৫ থেকে ৩৬৪ কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে। আমুর বাঘের গায়ের রঙ ফিকে হলদে হয়। বর্তমানে বিশ্বে জঙ্গলে এদের সংখ্যা ৫৪০টির মতো আছে রাশিয়ায় আর ২৭টি আছে,

উত্তর-পূর্ব চীন দেশে জিলিঙ এলাকায় (হাইলঙজিং অভয়ারণ্যে)।

৭) ইন্দোচাইনিস্ বাঘ (P.t.Corbetti) বা করবেট বাঘকে দেখা যায় কম্বোডিয়া, চীন, মায়ান্মার, লাওস, শ্যামদেশে এবং ভিয়েতনামের বৃষ্টিভেজা মৌসুমী বনে।

করবেট্ বাঘ এর সংখ্যা এখন প্রায় ১২০০ থেকে ১৮০০টি। মালয়েসিয়াতে বেশ কড়া নিয়ন্ত্রণ থাকায় সেখানেই এই বাঘের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি।

এই বাঘ আমাদের বাংলার বাঘের চাইতে ছোটো হয়। বর্তমানে প্রাকৃতিক অরণ্যে এদের সংখ্যা ১২৫০ এর মতো। ভিয়েতনামে দুই তৃতীয়াংশ বাঘকে নিধন করে চীনা ওষুধের উপকরণ হিসেবে জমিয়ে রেখেছে।

৮) মালয়ের বাঘ (Malayan tiger or P.t.Jacksonii) নব্বুই-এর দশকের শেষের দিকে তদানীন্তন বিশ্ব মার্জার গোষ্ঠীর প্রধান পিটার জ্যাক্সনের নামে বাঘের আর এক প্রজাতি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। তবে ২০০৪ সালের আগে একে বিশ্ব স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। দক্ষিণ মালয়েশিয়ার বৃষ্টি ভেজা বনে ৬০০ থেকে ৮০০টি এই প্রজাতির বাঘ রয়েছে বলে অনুমান করা হয়। এদের ওজন পুরুষের ক্ষেত্রে ১২০ কেজি এবং বাঘিনীর ক্ষেত্রে ১০০ কেজি পর্যন্ত হতে পারে।

৯) দক্ষিণ চীনের বাঘ South China Tiger (P.t. Amoyensis) এখন ক্রিটিক্যালি এনডেনজারড্ বাঘের একমাত্র প্রজাতি এই বাঘটিকে জঙ্গলে আর প্রায় দেখাই যায় না। দু-চারটে বাঘ দক্ষিণ চীনে হাইনান্ ভেজা ভেজা বনভূমিতে ঘুরে বেড়ায়। লম্বায় এরা ২ থেকে আড়াই মিটার এবং ওজনে ১২৭ থেকে ১৭৭ কেজি হতে পারে। বাঘিনীকে ১২০ কোজির বেশি ওজনের পাওয়া যায় না। দক্ষিণ চীনের চিড়িয়াখানাগুলোতে ৫৯টি অ্যাময় বাঘ বা চিনে বাঘ রয়েছে।

১০) সুমাত্রার বাঘ (P.t.sumatrae) প্রধানত সুমাত্রা দ্বীপেই সীমাবদ্ধ। এদের গায়ের রঙ বাংলার বাঘের চেয়ে গাঢ় এবং অধুনা বিলুপ্ত জাভার বাঘের গায়ের ডোরার চেয়ে এদের ডোরা কাটা দাগ বেশী চওড়া।

এরা সব কটা বাঘ প্রজাতির চেয়ে ছোটো মাপের হয়। পূর্ণ বয়স্ক বাঘ ১০০ থেকে ১৪০ কেজির কাছাকাছি হয় এবং লম্বায় ২ থেকে আড়াই মিটার মত হয়। বাঘিনীর ওজন ৭৫ থেকে ১১০ কেজি এবং লম্বায় ২ মিটার মত হয়। সারা বিশ্বে প্রায় ৪০০ বাঘ বনে বনে ঘুরে বেড়ায়। এরা আই ইউ সি এন তালিকায় CRITICALLY ENDANGERED বলে অভিহিত। কিছুদিন আগে সুমাত্রার জঙ্গি প্রদেশের রেঞ্জার বারবাক জাতীয় উদ্যানের বাঘের চামড়া পাচার করতে ধরা পড়ে এবং তার ৫ বছরের জন্যে জেল হয়েছে।

২০১৬ সালে ডবলু ডবলু এফ্ থেকে সারা বিশ্বের যে সমীক্ষা প্রকাশ করেছে তা নীচের তালিকায় প্রকাশিত হল।

ভারতবর্ষ	২২২৬
ইন্দোনেশিয়া	৪৩৩
মালয়েশিয়া	৩৭১
নেপাল	১৯৮
থাইল্যান্ড	১৮৯
বাংলাদেশ	১০৬
ভুটান	১০৩
চীন	৭
ভিয়েতনাম	৫
লাও পিডিআর	২
কম্বোডিয়া	০
সর্বসাকুল্যে	৩৮৯০

পত্রমিতালি

পিকনিকে গিয়ে সকাল থেকে সন্ধে যে আনন্দ পেয়েছি

স্নেহের জগদ্বন্ধু বিদ্যালয়ের ছাত্র ও উদ্যোক্তাগণ,

গত রবিবার ৭ জানুয়ারী ২০১৮, তোমাদের আহ্বানে পিকনিকে গিয়ে সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত যে আনন্দ লাভ করেছি তাতে আমি মুগ্ধ ও গর্বিত। সকালে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে প্রবেশ থেকে সন্ধে অবধি তোমাদের আন্তরিক সাহচর্য বহন করেছে তোমাদের অন্তরের একনিষ্ঠ, কর্তব্যবোধ, ভালোবাসা ও প্রাক্তনীদের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা, ১৯৬০-র প্রাক্তন ছাত্রের স্ত্রী হিসাবে পিকনিকে যোগদান করতে গিয়ে প্রথমে একটু দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব ছিল বৈকি! কিন্তু বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে প্রবেশের সাথে সাথে রজত, শান্তনু, সাগ্নিক ও আরো অনেকে নাম না জানায় উল্লেখ করলাম না। প্রত্যেকের হাসিমুখে অভ্যর্থনায় মন ভরে গেল। প্রতিটি খাবারের সময় সামনে দাঁড়িয়ে তোমাদের তদারকি ও রাজকীয় খাবারের আয়োজনে সবাইকে অত্যন্ত আপনজন বলে মনে হয়েছে। ভগবান তোমাদের সাফল্য দিন। এগিয়ে চলার পথ সুগম করুন। সবার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘ জীবন আশা করি।

পারমিতা রায়

১৯৬০-এর প্রাক্তনী দিব্যেন্দু রায়ের স্ত্রী

মহাকাব্যের আকর হতে
মহাকাব্যে মামা-ভাগ্নে

(পূর্ব প্রকাশিতের পরবর্তী)

কিন্তু আমাদের মতো সাধারণের কাছে পুরাণ ছেঁচা মামা-ভাগ্নে বলতে দুর্যোধন-শকুনি pair-এর পর কংস-কৃষ্ণই বেশী মনে পড়ে। কৃষ্ণ-র নামটা মাথায় register করার পর একটু মহাকাব্য বিলাসী লোকের শিশুপালকে মনে পড়লেও পড়তে পারে; কিন্তু সেভাবে উল্লেখ না থাকায় কৃষ্ণ-অভিমন্যু — এমন একটা pair বের করা বেশ tough. যাই হোক, আধ্যাত্মবাদীদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেই বলছি, কৃষ্ণ চরিত্রের অবতারত্বটা আমার মোটেও পছন্দের নয়। এই কলামে আমি পৌরাণিক কাহিনির ফাঁক-ফোঁকর থেকে ইতিহাস কিম্বা স্বাভাবিক জীবন দর্শন (এমনকী খানিকটা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণও বটে) খোঁজার চেষ্টা করি, যেটা কৃষ্ণ-কংসের গল্পের মধ্যে খুবই বিরল। রামকে অবতার বলানোর জন্য রামায়ণের নবতম সংস্করণগুলিতে রাবণকে যেভাবে উত্তর উত্তর প্রতি ভিলেন করা হয়েছে, কংসকে যেন প্রথম থেকেই সেই ট্রিটমেন্টেই ফেলা হয়েছে কৃষ্ণকে দ্বাপরের অবতার ঘোষণার জন্য। ব্যাস পরবর্তী আখ্যানকাররা কেবল দুর্যোধনকে ততোটাই 'Demon' করে তুলতে পারে নি, কারণ ব্যাসের কাহিনির বাঁধন এমনই ছিল যে দুর্যোধন মূল প্রতিনায়ক হলেও প্যারালালি কোনো একজন নায়ককে গগনচুম্বী করাতে পরবর্তী কবিরা কেউই সাহস পাননি। যুধিষ্ঠির নাকি অর্জুন — কে হতে পারেন গোটা মহাভারতের অধিনায়ক, এ নিয়ে বিশ্লেষকরাই এখনো পর্যন্ত যেখানে মতান্তরের অসুখে ভুগছেন, সেখানে মহাভারতের মধ্যযুগীয় মাহাত্ব রচয়িতাদের পক্ষে যুধিষ্ঠির আর অর্জুনের মধ্যে তুমুল confusion তৈরি হয়েছিল নিশ্চয়ই। তাই নয় নর-নারায়ণ ঋষির গল্প ফেঁদে অর্জুনকে নায়ক বানাবার অল্প-বিস্তর প্রয়াস হলেও সেটা কেউই সাহস করে সোচ্চারে ঘোষণা করতে পারেননি। সেইজন্যই মহাভারতের মূল আখ্যান কাহিনি পরবর্তী কালেও একই কাঠামো মূল আখ্যান কাহিনি পরবর্তীকালেও একই কাঠামো অবয়ব অনেকটাই ধরে রাখতে পেরেছে।

এই নায়ক খোঁজার confusion-এ মহাভারতে আরো জটিল প্রশ্ন তৈরি করেছেন কৃষ্ণ। তাঁর উপস্থিতি কখনো কোচ, কখনো টিম ম্যানেজার, কখনো থার্ড আম্পায়ার তো কখনো বোর্ড প্রেসিডেন্ট। তাঁকেও ঠিক মহাভারতের captain of the ship বলা চলে না। বেশ বোঝা যায়, তিনি মহাভারতের মূল কাহিনি স্রোতে আসেন-যান, কিন্তু কখনোই তাঁকে মেরুদণ্ড করে কাহিনির মাংস-পেশী-মেদ গঠিত হতে পারে না। তাঁর একটা আলাদা গল্প প্যারালালী বহমান যমুনার অপর প্রান্তে। সেখানে তিনি একাই নায়ক বলে, প্রতিপক্ষ কংসকেও মাহাত্ম-কবিরা মনের সুখে কালি মাখাতে পেরেছেন। তাই কৃষ্ণকে বৃত্ত করে মামা কংসের গোটা উপাখ্যানটাই অনেকটাই আজগুবি কিসসায় ঠাসা বলে মনে হয়।

এখনও পর্যন্ত বিহার-উত্তর প্রদেশ জুড়ে 'যাদব'দের দলিত-রাজনীতি নিয়ে যা রমরমা, তাতে গণতন্ত্রের বাঁধন আলগা করে ভোজবংশীয় কংসের রাজা হয়ে ওঠাটা নেহাত অস্বাভাবিক নয়। যদুবংশে এমনিতে গণতন্ত্রের বা গোষ্ঠীতন্ত্রের একটা ইঙ্গিত থাকলেও কংসকে মথুরার একবিংশতি হিসাবেই দেখানো হয়েছে সর্বত্র। কিন্তু কংসের এই নৈববাণী শোনা থেকে গোকুলে বার বার রাক্ষস খোক্কস পাঠিয়ে কৃষ্ণ হত্যার চেষ্টাটা খুবই মামুলি রূপকথা বলে মনে হয়। বরঞ্চ সিরিয়াস দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করলে মনে হয়, গোষ্ঠীতন্ত্রের আবহাওয়া থাকাতেই মথুরার পূর্বতন রাজা উগ্রসেন (কংস পিতা) সম্ভবত কংসকে সরাসরি রাজা করলেন না, তিনি election বা selection -এর মাধ্যমে রাজা নির্বাচন করতেন। এখানে রাজা অর্থে বলে রাখা ভালো, ভোজ-বৃষ্ণি সব গোষ্ঠীর মধ্যে থেকে একজন শ্রেষ্ঠকে নির্বাচন করা। অবশ্য আমাদের জানা নেই উগ্রসেন এই পদ্ধতিতে মথুরার রাজা হয়েছিলেন কিনা। দ্বিতীয়ত, কংস উগ্রসেনের direct-blood নন; উগ্রসেনের স্ত্রীকে দেখে কামাতুর হয়ে পড়া সৌভপতি দ্রুমিল-এর ঔরসে এঁর জন্ম। স্বভাবতই ক্ষেত্রস্থ পুত্রের প্রতি উগ্রসেনের উত্তরাধিকারের টান না থাকাটাই স্বাভাবিক। এবং দেবকী যেহেতু উগ্রসেনের বংশজাত কন্যা, তাই মনে হয় উগ্রসেন নিঃসন্তান এবং তাই উগ্রসেন রক্তধারার কন্যাবংশ থেকেই হয়তো পরবর্তী গোষ্ঠীপতি নির্বাচন করবেন, এমন একটা ভয় কংসর মনে প্রথম থেকেই ছিল। তাই প্রথমেই উগ্রসেনকে এবং পরবর্তীকালে দেবকী ও বসুদেবকে কারারুদ্ধ করেন কংস।

(ক্রমশ)

অঙ্কন মিত্র (২০০২) e-mail : ekomitter@gmail.com

সৌজন্য
নিখরচায়
এপ্রিল
মে
সংখ্যার
খেয়া মুদ্রণ

প্রিন্ট গ্যালারি
প্রেস
যাবতীয় ছাপার কাজের জন্য আসুন
(বিল, চালান থেকে বই ব্রোশার)
অত্যন্ত ন্যায্য মূল্যে।
১৮৯এফ /২ কসবা রোড, কলকাতা ৪২
ফোন ৮৯৮১৭৫২১০০
কসবা রথতলা মিনিবাস স্ট্যান্ডের বিপরীতে

Printed & Published by Rajat Ghosh on behalf of owner Ballygunge Jagadbandhu Institution Alumni Association, Printed at Print Gallery, 189F/2 Kasba Rd, Kolkata - 42. 24 Pgs(S). Published at 25, Fern Rd, Kolkata-700 019. Editor's Name : Rajat Ghosh. Address 2L, Garcha 1st Lane, Kolkata-700 019.